ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 027 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৭ ● কলকাতা ● ১৫ মাঘ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 186

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ পরমাত্মাকে ছাড়া এই জগৎ মৃত, যেই মৃত কেবল নষ্ট করার জন্যই হয়। যেই দিন এই জগত থেকে পরমাত্মা চলে যাবে, এই জগতও সমাপ্ত হয়ে যাবে, মৃত হয়ে যাবে। এক আত্মাকে বুঝে নাও তাহলে পরমাত্মার জ্ঞান হয়ে যাবে। নিজের আত্মার অস্তিত্বকে না বুঝে পরমাত্মাকে জানা যেতে পারে না। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা এই কথাই গুরুদেবের মুখ থেকেও বেরোলো।

ক্রমশঃ

আনন্দপুরের অকুস্থলে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আনন্দপুরেরনাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের। আগুনের ঘটনার তদন্ত ও উদ্ধারকাজে কোনও রকম বিঘ্ন এড়াতে এবং এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নাজিরাবাদ এলাকায় ১৬৩ ধারা (আগে যা ১৪৪ ধারা ছিল) জারি করল বারুইপুর মহকুমা প্রশাসন ।তবে ঘটনাস্থলের চিত্র এখনও ভয়াবহ। দগ্ধ গোডাউন থেকে তিনটি পোড়া কঙ্কাল-সহ মোট ১৬টি ঝলসে যাওয়া দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের খাতায় নিখোঁজের সংখ্যা ২৩—ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা। আপাতত ছাই থেকে ডিএনএ ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে

এরপর ৬ পাতায়

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পর,বক্সার জঙ্গলে এবার 'মেঘ চিতা'র রাজত্ব

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতির প্রমাণ মেলার পর আবারও সুখবর বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে।এবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বিশ্বের অন্যতম বিরল বন্যপ্রাণী ক্লাউডেড লেপার্ড,বাংলায় যার পরিচিত নাম মেঘ চিতা।এই রহস্যময় নিশাচর প্রাণীর উপস্থিতি বক্সার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে নতুন মাত্রা যোগ করল।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে,সর্বভারতীয় বন্যপ্রাণ গণনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় সম্প্রতি ধরা পড়েছে এই দুর্লভ প্রজাতির স্পষ্ট ছবি।চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মেঘ চিতার এই সন্ধান বনকর্মীদের কাছে এক বড় সাফল্য হিসেবে ধরা দিচ্ছে। ক্লাউডেড লেপার্ড বা মেঘ চিতা তার শরীরজুড়ে মেঘের মতো ছোপ ছোপ দাগের জন্যই এই নাম পেয়েছে।অত্যন্ত লাজুক ও নিশাচর স্বভাবের এই প্রাণী মূলত গাছেই বেশি সময় কাটায়। অসাধারণ আরোহন ক্ষমতা এবং নিঃশব্দ চলাফেরার জন্য এদের 'অরণ্যের ছায়া শিকারি' বলেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি দেশেই এদের দেখা মেলে, ফলে এই প্রজাতিকে অত্যন্ত বিপন্ন ও সংরক্ষণযোগ্য বলে মনে করা হয়।বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে,কোনও অরণ্যে এমন বিরল ও সংবেদনশীল প্রজাতির উপস্থিতি সেই অরণ্যের সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের গভীর অরণ্যে মেঘ চিতার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এই অরণ্য এখনও বহু অজানা প্রাণের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে রয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পরিবেশপ্রেমী ও বন্যপ্রাণ অনুরাগীরা। তাঁদের মতে,বক্সা কেবল বাঘের আবাসভূমি নয়,এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের জীববৈচিত্র্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার।ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া এই বিরল ছবিটি এখন সংরক্ষণ মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।সব মিলিয়ে,ক্যামেরাবন্দি মেঘ চিতার এই উপস্থিতি বক্সা টাইগার রিজার্ভের জন্য যেমন গৌরবের,তেমনি ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।বক্সা আবারও প্রমাণ করল,তার অরণ্যে এখনও লুকিয়ে আছে প্রকৃতির বহু বিস্ময়।

সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে শিল্প-কর্মসংস্থানের বার্তা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিল্পের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রতনপুরের ইন্দ্রখালির মাঠে সরকারি সভা থেকে জানালেন, কৃষিজমি দখল নয়, কৃষির সঙ্গে সহাবস্থান করেই শিল্প, এই নীতিতেই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার।এদিনের সভা থেকে রাজ্যের ২০ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে 'বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ)-২' প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাঠানো হয়। এই প্রকল্পে রাজ্যের মোট ব্যয় হবে ২৪ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'দু'মাসে ৩২ লক্ষকে টাকা দিয়েছি। আগে ১২ লক্ষ পেয়েছিলেন। আজ আরও ২০ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তি যাচ্ছে।'

শুধু তাই নয়, সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ১০৭৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন, যার আর্থিক মূল্য ৫৬৯৪ কোটি টাকা। পাশাপাশি ৬১৬টি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়, যার ব্যয় ২১৮৩ কোটি টাকা। এদিনই ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘাটাল প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'দেব বারবার বলত, ঘাটালের জলে ভাসত আরামবাগ, খানাকুল থেকে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ১০ বছর ধরে কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছি। একটা টাকাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু করলাম।' তাঁর দাবি, এই

এরপর ৩ পাতায়

মাঝির ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের অস্ত্র কারবারীকে ধরল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালিয়াচক: আবার মালদায় অস্ত্র উদ্ধার। মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে অভিযান চালিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডে বাসিন্দা এক অস্ত্র পাচারকারী। দু'জন পলাতক। তার কাছ থেকে উদ্ধার ৫টি সেভেন এম এম পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন, ২১ রাউন্ড গুলি। গ্রেফতার অস্ত্র পাচারকারীর নাম সাবির আলম(২১)।যে দুজন গঙ্গায় নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে তাদের সন্ধানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই চক্রে আর কারা যুক্ত আছে এবং কতদিন থেকে জলপথে এই অস্ত্র পাচার করা হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাচার করা হচ্ছিল এবং বিধানসভা নির্বাচনে ডাকে আর কোথায় কোথায় পাচার করা ছক ছিল সবটাই জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার রাধানগর থানার পিয়ারপুর গ্রামে। গঙ্গা নদী দিয়ে নৌকা করে মালদার কালিয়াচকের চড়বাবুপুরে, গঙ্গার ঘাটে, এই অস্ত্রগুলি আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ছদ্মবেশে অভিযান চালায় জেলা পুলিশ। সেখান থেকে গ্রেফতার হয় এই অস্ত্র পাচারকারী। বাকিরা দুইজন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

মাঝির ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের অস্ত্র কারবারীকে ধরল পুলিশ

বাকিদের খোঁজে তলাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সড়ক পথ এবং রেলপথের পর এবার জলপথে যে অস্ত্র পাচার করার রুট তৈরি করেছে কারবারীরা তা জানতে পারল পুলিশ। তাই এখন থেকে জলপথে ও মাঝেমধ্যেই অভিযান চালাবে পুলিশ। নৌকো গুলিতে মাঝেমধ্যেই তল্লাশি অভিযান হবে। গঙ্গায় চলাচল করা নৌকা থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যাত্রীদের।ধৃত অস্ত্র কারবারি কতদিন থেকে এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত তা জানতে তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ।

(২ পাতার পর)

মাঝির ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের অস্ত্র কারবারীকে ধরল পুলিশ

প্রকল্পে দুই মেদিনীপুরের পাশাপাশি হাওড়া ও হুগলির মানুষও উপকৃত হবেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিঙ্গুরে ৮ একর জমির উপর ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সিঙ্গুর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। সেখানে ২৮টি প্লটের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৫টি বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'কৃষিও চলবে, শিল্পও চলবে। কারও জমি কেড়ে নয়।'

এর পাশাপাশি সিঙ্গুরে ৭৭ একর জমিতে একটি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট সেখানে ওয়্যারহাউস তৈরি করছে। মমতা বলেন, 'হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আমরা মুখে বলি না, কাজে করি।'

প্রসঙ্গত, গত ১৮ জানুয়ারি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিজেপির অনেকেই আশা করেছিলেন, সিঙ্গুরের মাটি থেকে শিল্প নিয়ে কোনও বার্তা দেবেন মোদী। তবে বাস্তবে সিঙ্গুরের মাটি থেকে শিল্প নিয়ে কোনও কথা শোনা যায়নি মোদীর মুখে। পরিবর্তে তৃণমূলের রাজত্বে বাংলায় 'জঙ্গল-রাজ' চলছে বলে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিনের সভা থেকে যার জবাবে মমতা নিজের জমি আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "সিঙ্গুরের জমি ফিরিয়ে না দিলে আমি নিজেকে বাজি রেখেছিলাম। মরার জন্য তৈরি ছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, কথা রেখেছি। জমি ফিরিয়ে দিয়েছি।" এরপরই মোদীকে নিশানা করে বলেন, "তোমরা কী করেছো,শুধু মুখে বড় বড় বুলি? তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইন, আমি করে গিয়েছিলাম আর ওরা ফিতে কেটেছে। এর বেশি কিছু নয়।এই বুলি চলবে না বাংলায়।" প্রসঙ্গত ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রী এই সিঙ্গুরের সভা থেকেই রেলের ওই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন।

মোদীকে নিশানা করে কটাক্ষের সুরে মমতা এও বলেন, "আমাদের সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছো আর সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বলছো আমি বাংলার জন্য সব করবো? হিন্দিতে বাংলা লিখে নিয়ে আসেন আর দেখাতে চান কত বড় বাংলা প্রেমী!"

নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমি মরে যাব, কিন্তু আমার কথার দাম আছে। কথা দিলে ১০০ শতাংশ রাখি। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মতো জুমলা করি না। আমাদের সরকার মানুষের সরকার।'

সিঙ্গুরের সঙ্গে নিজের আন্দোলনের স্মৃতিও তুলে ধরেন মমতা। বলেন, 'সিঙ্গুর আমার ফেভারিট জায়গা, ২০০৬ থেকে ২০০৮ আমি সিঙ্গুরের রাস্তায় পড়ে থেকেছি। ২৬ দিন অনশন করেছি। তখন অনেকেই আমাদের খাবার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আপনারাই আমার প্রেরণা।'

বকখালি ও কাকদ্বীপের যোগীরাজ মন্দির থেকে সাইক্লোথনের সূচনা হল

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে বন্দে মাতরম সিআইএসএফ কোস্টাল সাইক্লোথন ২০২৬–এর সূচনা করেছেন। এই সাইক্লোথনের সাহায্যে উপকূলীয় নিরাপত্তা ও জন-সচেতনতাকে কেন্দ্র করে একটি সর্বভারতীয় অভিযানের সূচনা হল। আজ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কাকদ্বীপের যোগীরাজ মন্দির এবং বকখালি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে

এরপর ৬ পাতায়

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ২১, নিখোঁজ এখনও ১২

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ২১। পুলিশের মিসিং ডাইরি অনুযায়ী এখনও নিখোঁজ ৭। বেসরকারি ভাবে নিখোঁজ আরও অন্তত ১২ জন।পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করা হবে।সেই সঙ্গে গুদামের মালিক-সহ ঘটনার পিছনে যারা জড়িত, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ৪২ ঘন্টা বাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয় ডেকরেটর্স সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসকে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের একটি দল মেদিনীপুরে হানা দেয়। বাড়ি থেকে বের হতেই গঙ্গাধর দাসকে আটক করা হয়। যদিও গুদাম মালিক বরাবরই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দায় চাপিয়েছেন মোমো সংস্থার ঘাড়ে। কিন্তু গুদাম যে জমিতে অবস্থিত, তার মালিক ছিলেন গঙ্গাধর। মোমো সংস্থা তাঁর কাছ থেকেই গুদামটি লিজে ভাড়া নিয়েছিল।

গত রবিবার ভোর রাত তিনটে নাগাদ আনন্দপুরের নাজিরাবাদে একটি ডেকরেটর্সের গুদামে প্রথমে আগুন লাগে। নিমিষেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা মোমো কারখানার গুদামে। আগুন ছড়ায় থার্মোকলের গুদামেও।সে সময় কয়েকজন কর্মী গুদামের মধ্যে ছিলেন। প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দাহ্য নিমিষেই

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের জন্য বাংলার স্বরাষ্ট্রসচিব সহ ২৫ জন আইএএস-আইপিএসকে নিয়োগ করল ইসিআই

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন । এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নজরদারির দায়িত্বে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৫ জন সিনিয়র অফিসার রয়েছেন।এছাড়াও, নোটিস সার্ভ করার পর প্রত্যেক অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া স্বীকৃতিপত্র সংযুক্ত করে একটি লিখিত নিশ্চিতকরণ রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। সেই রিপোর্ট ই-মেলের মাধ্যমে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই ব্রিফিং বৈঠকের জন্য ব্যাচভিত্তিক 'মিনিট-টু-মিনিট প্রোগ্রাম' ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। অ্যানেক্সার-১, ২ এবং ৩-এ সংযুক্ত সেই কর্মসূচির বিস্তারিত সমস্ত সংশ্লিষ্ট আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে ১৫ জন আইএএস এবং ১০ জন আইপিএস।

এই তালিকায় রয়েছেন হাওড়া পুলিশ কমিশনার এবং আসানসোলের কমিশনারও। পাশাপাশি, প্রশাসনিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে আরেকটি নাম - পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা । যে রাজ্যে ভোট হতে চলেছে, সেই রাজ্যেরই স্বরাষ্ট্রসচিবের নাম কেন্দ্রীয় অবজার্ভার তালিকায় থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে।

যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি, স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের জন্য অবজার্ভারের দায়িত্ব দেওয়া হবে, নাকি তাঁকে অন্য কোনও রাজ্যে পাঠানো হবে। ফলে বিষয়টি নিয়ে আপাতত ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। তবে সাধারণত নির্বাচনের সময়ে কোনও সেন্ট্রাল অবজার্ভারকে তাঁর নিজের রাজ্যে রাখা হয় না, পাঠানো হয় অন্য রাজ্যেই।

এই তালিকা ঘিরে কমিশনের ব্যাখ্যাও সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অন্তত পাঁচবার অফিসারদের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও উত্তর না মেলায় কমিশন নিজেই অবজার্ভারদের তালিকা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত নবান্ন এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে সূত্রের খবর, ইসিআইকে এই বিষয়ে পাল্টা চিঠি লিখতে চলেছে নবান্ন। এখন দেখার, সেই চিঠিতে নবান্ন কী লেখে এবং তার কী উত্তর দেয় নির্বাচন কমিশন।

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই কমিশনের তরফে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ব্যাচভিত্তিক তালিকাভুক্ত সমস্ত আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্রিফিং বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত দিন, সময় এবং স্থানে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ব্রিফিং বৈঠকে কোনও আধিকারিকের অননুমোদিত অনুপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে নির্বাচন কমিশন। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

এই নির্দেশ কার্যকর করতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নোটিস সার্ভ করার কথাও বলা হয়েছে। ই-মেল, সরাসরি যোগাযোগ বা অন্য যে কোনও উপলব্ধ মাধ্যম ব্যবহার করে নোটিস পৌঁছে দিতে হবে এবং তা অবশ্যই আধিকারিকের স্বীকৃতিসহ গ্রহণ করাতে হবে।

এছাড়াও, নোটিস সার্ভ করার পর প্রত্যেক অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া স্বীকৃতিপত্র সংযুক্ত করে একটি লিখিত নিশ্চিতকরণ রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। সেই রিপোর্ট ই-মেলের মাধ্যমে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

মানুষের মনের মধ্যে ধ্যান ধারণা, ভক্তি-শ্রদ্ধা আর আধ্যাত্বিক অনুভূতি যদি জন্ম নেয়, তাহলে ঈশ্বর প্রার্থী হতে পারেন তিনি। সেই জন্যেই চেতনার সৃষ্টি আর অনুভূতির উপলব্ধি মধ্যে জন্ম জ্ঞানচক্ষু,আর সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়েই স্বয়ং ঈশ্বর কে দেখতে পাবে এযুগের মানুষেরা। স্বর্গ , নরক ও মর্ত্য তো সবই ত্রিভুবন ধরাধামে অবস্থিত। তাই মানবজাতির পাপ-পুণ্যের বিচার হবে মৃত্যুর আগেই। এই কথাগুলি লিখতে বসে আমার জীবনের ছোটবেলার স্মৃতি গুলো বার বার মনে পড়ে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে নিজের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ২১ ,নিখোঁজ এখনও ১২

দাবানলের আকার ধারণ করে ওই আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। টানা ১৯ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও মঙ্গল বার বিকেল পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলতে থাকে। কোথাও আবার ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া। মঙ্গলবার পর্যন্ত আটজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। যদিও তাদের দেহাংশও পুড়ে এতটাই কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে যে শনাক্ত করা যায়নি। একমাত্র ডিএনএ পরীক্ষার পরে মৃতদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

থানায় আটজনের নিখোঁজের তথ্য রুজু হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যে দু'টি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। এদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জতুগৃহের রূপ ধারণ করা পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরের জোড়া গুদামস্থল পরিদর্শন করেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উদ্ধারকারীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিখোঁজদের পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহতদের পাশে রাজ্য সরকার আছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

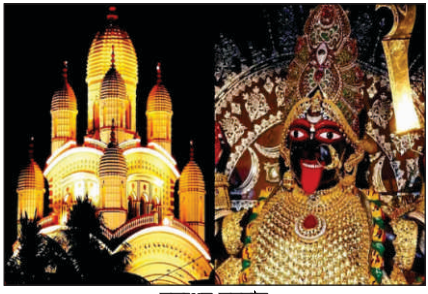

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধোদ্‌ভাসিত, অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার পিঙ্গল কেশরাজি মস্তকের উপর উত্থিত হয়। তিনি অষ্টমুখা ও ষোড়শভুজা। আটটি দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ, উৎপল, বাণ, বজ্র, অঙ্কুশ, মুদ্গর, কর্ত্রি এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

স্ত্রীর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামনে বিধানসভা নির্বাচন আর বঙ্গ রাজনীতিতে চমক থাকবে না তা বললে কি হয়? ভোট আসবে আর ফুলবদল হবে না। কিন্তু তৃণমূল যে বিজেপি সাংসদের সংসারে থাবা বসাবে তা হয়ত কেউ ভুলেও ভাবেননি। আজ বুধবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দ্বিতীয় স্ত্রী অরুণা মার্ডি।অন্যদিকে বিজেপি সাংসদের স্ত্রীকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ করিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা বার্তাও দেওয়া হল। মালদহে এবার যিনি বিজেপি প্রার্থী হবেন তার বিরুদ্ধে খগেন মুর্মুর স্ত্রীকে দাঁড় করানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সেক্ষেত্রে বিজেপির স্নায়ুর চাপ আরও বাড়তে পারে। এই বিষয়ে কিছু না বললেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'এক সময়ে সিপিএম করতেন অরুণা। গণতান্ত্রিক মহিলা মোর্চার নেত্রী ছিলেন তিনি। পরে বিজেপিতে যোগ দেন। খগেন মুর্মু যখন সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন এবং মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হন তখন প্রচারে নামেন অরুণা। সেই অরুণা এবার তৃণমূলে যোগ দিলেন।'বুধবার কলকাতায় এসে ব্রাত্য বসু, বীরবাহা হাঁসদার হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। এই যোগদান নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ। দিল্লি থেকে খগেন মুর্মু বললেন, ভোটের আগে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তাই এসব করছে।

খগেন মুর্মু দিল্লিতে বসে দ্বিতীয় স্ত্রীর তৃণমূলে যোগদানের খবর পান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের এটা নোংরা রাজনীতি। সহানুভূতি পেতে এসব করছে। তবে কোনও সহানুভূতি পাবে না।" সেই সঙ্গেই তিনি সাফ জানান, মেয়ে দত্তক নেওয়াকে কেন্দ্র করে ২০১৪ সাল থেকে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি সাংসদ বলেন, "ও আলাদা থাকে। আলাদা বাড়ি করেছে। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ওর যোগ নেই। আমার সঙ্গে ও আলোচনা করেনি। তৃণমূল একজন জনপ্রতিনিধিকে যেভাবে রক্ত ঝরিয়েছে, ওরা কখনও সহানুভূতি পাবে না। আমাদের খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। সারা বাংলার আদিবাসীরা তৃণমূলের উপর ক্ষিপ্ত। জবাব দিতে তৈরি রয়েছে। তাই, আদিবাসীদের মধ্যে দুর্বলতা তৈরি করতে তৃণমূল এটা করছে। ভাবাবেগ তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু, কোনও লাভ হবে না। হেরে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এর আগে বিষ্ণুপুরেও একই কাজ করতে চেয়েছিল। বিষ্ণুপুরে যা ফল হয়েছে, এখানেও তাই হবে।"

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি সাংসদের বাড়িতে কার্যত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ঘাসফুল শিবির তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এই ঘটনার পর বিজেপি সেখানে সাফল্য পাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। এদিকে এই ঘটনার পর বিজেপির অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কারণ বঙ্গে এখন উপস্থিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নানা আক্রমণ শানান তিনি। আর ঠিক তখনই বিজেপি সাংসদের ঘর ভাঙিয়ে স্ত্রীকে দলে নিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল বাংলায় তাদের জায়গা নেই। আর তৃণমূলে যোগ দিয়েই অরুণা বলেন, 'আমি সিপিএম এবং বিজেপির সঙ্গেও ছিলাম। কিন্তু সেখানে তেমন জায়গা পাইনি। আমি এসসি, এসটি মহিলাদের নিয়ে বেশি করে কাজ করতে চাই। তাই এই দলে এলাম।' সুতরাং তফসিলি জাতি, উপজাতি থেকে শুরু করে আদিবাসীদের জন্য যে বিজেপি কাজ করে না সেটা আবার প্রমাণ হয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট-কে আপ্যায়িত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারী, ২০২৬

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে এবছরের সাধারণতন্ত্র দিবসের দুই প্রধান অতিথি- ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টনিও কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসূলা ভন দের লেয়েন-কে স্বাগত জানান। তাঁদের সম্মানে নৈশভোজেরও আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি।

সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এই প্রথমবার উপস্থিত থাকলেন। এই বিষয়টি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতাকে তুলে ধরে বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেন, ভারত এবং ইউরোপ কেবলমাত্র সমকালের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়; গণতন্ত্র, বহুপাক্ষিকতা এবং মুক্ত অর্থনীতির মূল্যবোধের মাধ্যমেও আবদ্ধ। দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিসরে এই বিষয়গুলি দুপক্ষের কাছেই দিশা নির্দেশকারী। বিগত দুদশকে দুপক্ষের কৌশলগত অংশীদারিত্ব অভূতপূর্ব মাত্রায় দৃঢ় হয়েছে। সুস্থিত এবং নিয়মানুগ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন দায়বদ্ধ। বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে সুস্থিতির পথে এগোনো দুপক্ষেরই দায়িত্ব।

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কের মূল বিষয় হল, আর্থিক সহযোগিতা এবং এক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ঐতিহাসিক সম্পাদন একটি বড় মাইলফলক বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। আজকের দুনিয়ায় অর্থনৈতিক চালচিত্রে প্রযুক্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সেজন্যই দায়িত্বশীল উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ভারত ও ইউরোপ একযোগে কাজ করতে পারে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করিয়ে দেন। পরিবেশবান্ধব শক্তি ও প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অর্থায়নের বিষয়েও ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সমন্বয় ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি।

তিন নেতাই মনে করেন যে, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশলগত অংশীদারিত্ব আগামীদিনে আরও মজবুত হয়ে উঠবে। মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন দুপক্ষেরই আদর্শ।

(৩ পাতার পর)

বকখালি ও কাকদ্বীপের যোগীরাজ মন্দির থেকে সাইক্লোথনের সূচনা হল

এই সাইক্লোথনের সূচনা করা হয়েছে, যেটি জাতীয় উপকূলীয় নিরাপত্তা ক্ষেত্রে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে।

এই কর্মসূচিতে সিআইএসএফের কর্মী, স্থানীয় মানুষজন এবং উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আজ একইসঙ্গে গুজরাটের লাখপত দুর্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বকখালি থেকে সাইক্লোথনের সূচনা করা হয়। এটি ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কোচিতে গিয়ে শেষ হবে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মোট ৬,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই সাইক্লোথনে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ১৩০ জন সাইক্লিস্ট অংশ নিচ্ছেন।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে উপকূলীয় নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় দায়িত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করা।

(১ম পাতার পর)

আনন্দপুরের অকুস্থলে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা

গ্রেফতার করা হয়েছে গোডাউন মালিক গঙ্গাধর দাসকে। অভিযোগ, তাঁর গোডাউনে কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না।নির্দেশ অনুযায়ী, নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত নাজিরাবাদ এলাকায় ১০০ মিটারের মধ্যে পাঁচজন বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুর থানার আইসি-র আবেদনের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রমাণ লোপাট, তদন্তে বাধা কিংবা উদ্ধারকাজে অসুবিধার আশঙ্কা রয়েছে বলেই এই নিষেধাজ্ঞা বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন। সে কারণেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

অন্যদিকে প্রশাসনের এই নির্দেশ সামনে আসার পরই রাজ্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, "আসলে ১৬৩ ধারা জারির নামে প্রশাসন বিজেপিকে আটকাতে চাইছে। ওরা আমাদের ভয় পাচ্ছে। পাছে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়, প্রকৃত সত্য সামনে চলে আসে, তাই তথ্য ধামাচাপা দিতে প্রশাসনের এই সক্রিয়তা।" বারুইপুরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সন্দীপ পাঠক জারি করা নির্দেশে উল্লেখ করেছেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিচার করেই এই জরুরি ব্যবস্থা। ২৮ জানুয়ারি বিকেল ৫টা থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে এবং তা চলবে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত, অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম বহাল থাকবে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়, কৌতূহলী মানুষের জমায়েত এবং রাজনৈতিক তরজার আশঙ্কার মধ্যেই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সিনেমার খবর

মেয়ে আর পুত্রবধূর মধ্যে কী পার্থক্য? কারিনাকে বুঝিয়েছিলেন শাশুড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১২ সালে বিয়ে করেন কারিনা কাপুর খান ও সাইফ আলি খান। শাশুড়ি শর্মিলা, ননদ সোহা, এমনকী সাইফের আগের পক্ষের দুই সন্তান ইব্রাহিম ও সারার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কারিনা কাপুরের।

কাপুর পরিবারের রক্ত তার শরীরে। এমনিতে বলিউডের এই পরিবারের মধ্যে এখনো খুব ভাব। ক্রিসমাস হোক বা দিওয়ালি, একসঙ্গে উদযাপন করে গোটা পরিবার। যে কোনো অনুষ্ঠানে এ পরিবার একসঙ্গে হাজির হওয়া মানেই, বেশ একটা হইচই।

বছরখানেক আগে কারিনা কাপুর খানের রেডিয়ো শো 'হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট'-এ এসেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। আর সেখানেই কারিনা নিজের শাশুড়ির কাছেই জানতে চান মেয়ে আর পুত্রবধূর মধ্যে কী পার্থক্য।

শর্মিলা ঠাকুর বেশ শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, কন্যা এমন একজন যে আপনার কাছে বড় হয়েছে। সুতরাং আপনি তার মেজাজ জানেন, আপনি জানেন কি তাকে রাগিয়ে দেবে। কীভাবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করতে হবে। আর আপনি যখন আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করছেন তখন তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং আপনি তার মেজাজ কেমন তা জানেন না। তাই মিলমিশ হতে সময় লাগে। নতুন মেয়ে, আপনার পুত্রবধূ, আপনার বাড়িতে আসছে, তাই আপনাকেই তাকে স্বাগত জানাতে হবে এবং তাকে এমন একটা পরিবেশ দিতে হবে যা তার জন্য আরামদায়ক।

শর্মিলা জানান যে, নতুন পরিবারে বউমা যাতে মানিয়ে নিতে পারে, তার সিংহভাগ দায়িত্বও থাকে শাশুড়ির কাঁধে। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জানান, একটা ছেলেকে দায়িত্ব নিতে হবে মেয়েটি যাতে নতুন পরিবারে মানিয়ে নিতে পারে ভালোমতো। আমি যদি বলতে থাকি 'আমার ছেলে না ছোটবেলা এটা খেতে ভালোবাসত, ওটা করতে ভালোবাসত, এটা ভালো খায়'-এসব শো অফ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ওদেরকে নিজেদের মতো ছেড়ে দিতে হবে। আগে ওদের সুযোগ করে দিতে হবে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করার। তারপর তুমি তোমার জায়গাটা নেবে।

বাগদান সারলেন মধুমিতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার আগামী ২৩ জানুয়ারি দীর্ঘদিনের বন্ধু পেশায় আইটি ইঞ্জিনিয়ার দেবমাল্য চক্রবর্তীকে বিয়ে করতে চলেছেন। এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সৌরভ চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি। ফলে দাম্পত্যজীবন থেকে বেরিয়ে আসেন অভিনেত্রী।

অভিনেতা সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর ভালোবাসার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন মধুমিতা সরকার। দীর্ঘ বিরতি শেষে বন্ধু দেবমাল্যর হাত ধরেই আবার তার জীবনে আসে ভালোবাসা। অবশেষে সেই ভালোবাসাকে সাতপাকে বাঁধায় ফেলছেন অভিনেত্রী।

ইতোমধ্যে আইবুড়ো ভাতের পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এবার বিয়ের ৬ দিন আগে ধুমধাম করে সারলেন বাগদানপর্ব। আংটিবদলের সেই মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন মধুমিতা সরকার। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন— শুধুই আমার।

সামাজিক মাধ্যমে যে ছবিগুলো পোস্ট করেছেন তিনি, তার প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে— দুজনের হাতেই আংটি। অর্থাৎ আংটিবদল করার পরেই এ ছবি তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে মধুমিতাকে হাঁটু গেড়ে বসে দেবমাল্যর আঙুলে আংটি পরিয়ে দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে দেবমাল্য ঠিক একইভাবে আংটি পরিয়ে দেন মধুমিতা সরকারকে। এরপরে ফটোশুটের পালা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে একের পর এক ছবি তুলতে থাকেন তারকা জুটি। শুরু হয় কেক কাটার পর্ব। একে অপরকে সেই কেক খাইয়ে দেন তারা।

মধুমিতার পোস্ট করা ছবি দেখেই সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগী নেটিজেনরা অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, ২৩ জানুয়ারি অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার ও দেবমাল্যর বিয়ের আসর বসবে বারুইপুর রাজবাড়িতে। ২৫ জানুয়ারি রিসেপশন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসবে প্রীতিভোজের আসর।

দেবের নামে চালু হলো বিশেষ ডাকটিকিট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউডে পা রাখার পর থেকেই অভিনয় দিয়ে ভক্ত-দর্শকের মন জয় করেছেন দেব। এমনকি এই অভিনেতার খ্যাতি সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বাইরেও। পরবর্তীতে রাজনীতির মাঠে নেমেও হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয়জন। রুপালি পর্দায় বাণিজ্যিক ঘরানার পাশাপাশি গল্পকেন্দ্রীক সিনেমাতেও নিজের সক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন।

এবার এই তারকা নতুন এক স্বীকৃতি পেলেন। মেগাস্টার দেবের নামে এবার ডাক টিকিট চালু করেছে দেশটির ডাক বিভাগ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই খবর সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন অভিনেতা নিজেই। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ডাক টিকিটের ছবি নিজের সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে অভিনেতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

ভারতীয় ডাক বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, 'আমি ভীষণভাবে সম্মানিত এবং অভিভূত। আমার নামে ডাকটিকিট চালু করার জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি সত্যিই কল্পনাও করতে পারিনি। একজন মানুষ হিসাবে সকলের ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের এই স্বীকৃতি আমার কাছে চরম প্রাপ্তি। আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব সকলের কাছে।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল উৎসবে এই বিশেষ ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। দেবের এই সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দে ভেসেছে গোটা ঘাটালবাসী। এদিকে, যে ডাকটিকিটে জায়গা করে নিয়েছেন নামিদামি ব্যক্তিত্বরা সেখানে এ অভিনেতার জায়গা করে নেওয়া দেখে তার ভক্তরাও সামাজিক মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে।

সাদিও মানের অবসরের সিদ্ধান্তে আপত্তি কোচের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে (আফকন) মরক্কোকে ১-০ গোলে হারিয়ে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে সেনেগাল। ফাইনালে আশরাফ হাকিমিদের হারাতে বড় ভূমিকা রেখেছে সাদিও মানে।

ঐতিহাসিক জয়ের পর দলটির সবচেয়ে বড় তারকা সাদিও মানে জাতীয় দলে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি অবসনের ঘোষণা দিয়েছেন, তবে তার এই সিদ্ধান্তে মানতে নারাজ কোচ পেপে থিয়াও।

রবিবার (১৮ জানুয়ারি) ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের সঙ্গে শিরোপা উদযাপনের সময় মানে জানান, এটিই তার শেষ আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স। সেনেগালের হয়ে ৩৩ বছর বয়সী সাদিও মানের অভিষেক ২০১২ সালে। এরপর জাতীয় দলের হয়ে এই তারকা ফরোয়ার্ড খেলেছেন ১২৬ ম্যাচ, করেছেন ৫৩ গোল। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন, এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলকেও বিদায় জানাবেন।

কিন্তু মানের অবসরের পরিকল্পনার এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট নন সেনেগালের কোচ পেপে থিয়াও। তার মতে, এমন সিদ্ধান্ত এককভাবে নেয়ার বিষয় নয়। থিয়াও বলেন, দেশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়, আমিও নই। আমরা তাকে যতদিন সম্ভব দলে রাখতে চাই। সে শুধু একজন খেলোয়াড় নয়, সে সেনেগালের সম্পদ।

সেনেগালের হয়ে ইতিহাসের পাতায় আগেই নাম লিখিয়েছেন মানে। তিনি ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো আফকন জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এবারের আসরেও ছিলেন দলের মূল ভরসা। ফাইনালে মরক্কোর বিপক্ষে জয়সূচক গোলের মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেন তিনি, আর সেমিফাইনালে মিশরের বিপক্ষে একমাত্র গোলটিও আসে তার পা থেকেই।

কোচ থিয়াও আরও বলেন, সে বিশ্বে সেনেগাল ও আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে। মানে যখন বলে এটি তার সিদ্ধান্ত, তখনও আমি মনে করি, এটা শুধু তার একার নয়। সে পুরো দেশের। তার বিনয়, শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেয়ার মানসিকতা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। যদি আমাকে কাগজে সই করে তাকে ছাড়ার অনুমতি দিতে হতো, আমি 'না' বলতাম। তার সতীর্থরাও তাই বলত।'

তবে কোচের এই আবেগী অনুরোধ সত্ত্বেও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্তে অটল মানে। বিশ্বকাপের পর তিনি ক্লাব ফুটবলে পুরো মনোযোগ দিতে চান। আগামী এপ্রিলে তার বয়স হবে ৩৪ বছর, ফলে ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ের দিকেই এগোচ্ছেন তিনি।

বর্তমানে মানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলছেন। ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে। প্রতিবছর আনুমানিক ৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার আয় করেন তিনি। চুক্তি নবায়ন করবেন নাকি অন্য কোনো ক্লাবে যাবেন, সে সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

চিলিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

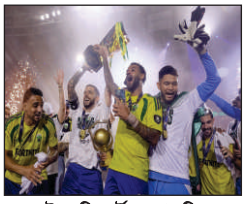

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চিলিকে হারিয়ে কিংস ওয়ার্ল্ড কাপ নেশন্স কাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। রবিবার (১৮ জানুয়ারি) সাও পাওলোর অ্যালিয়েঞ্জ পার্কে ফাইনালে ৬-২ গোলে হারিয়েছে শিরোপা জিতেছে সেলেসাওরা। এতে কিংস ওয়ার্ল্ড কাপ নেশন্সের প্রথম দুটি আসরেই শিরোপা জিতল ব্রাজিল।

এদিন দলের হয়ে লেলেতি গার্সিয়া ও লিপাও পিনহেইরা দুটি এবং কেলভিন ওলিভেইরা ও ম্যাথিউস ডিডো একটি করে গোল করেন।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই লেলেতি গার্সিয়ার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। এর মিনিট তিনেক পর লিপাও পিনহেইরা ব্যবধান দ্বিগুন করেন। এরপর অষ্টম মিনিটে ম্যাথিউস ডিডোর দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন। এরপর চিলি দুই গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার আভাস দিয়েছিল। ইগ্নাসিও হেরেইরা পর ম্যাথিয়াস ভিদানগোসি গোল করেন। তবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বজায় রেখে আবারও গোল আদায় করে ব্রাজিল।

উল্লেখ্য, স্পেন ও বার্সেলোনার কিংবদন্তি ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকের প্রতিষ্ঠিত কিংস লিগ ফরম্যাটের ভিত্তিতে ২০২৫ সালে শুরু হয় সেভেন এ সাইড ফুটবলের এই টুর্নামেন্ট। গত বছর কলম্বিয়াকে ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্রাজিল।

আনুশকাকে 'ম্যাম' বলে বিব্রত তারকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আনুশকা শর্মা ভারতের একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। বলিউড এই অভিনেত্রী আবার ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার বিরাট কোহলির স্ত্রী। গতকাল রোববার ইন্দোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিরাট কোহলির ৮৫তম সেঞ্চুরির ম্যাচে ভারত হেরে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হাতছাড়া করে।

এদিন ব্যাটিং বিপর্যয়ে দলের হাল ধরেন হার্ষিত রান ও বিরাট কোহলি। সপ্তম উইকেটে ৬৯ বলে ৯৯ রানের জুটি গড়েন তারা। তাদের এই জুটিতে জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ভারত। কিন্তু এই জুটি ভাঙ্গার পর ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে যায় ভারত।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিরুস্কাদের নিয়ে মজার গল্প বলেছেন হার্ষিত রান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের রাতের কথা উল্লেখ করে হার্ষিত রান জানান, ট্রফি জয়ের উৎসবে শামিল হতে সাজঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই আনুশকা শর্মাকে। আমি প্রথমবার ওনাকে সামনে থেকে দেখলাম। তাই 'ম্যাম' বলে সম্বোধন করেছিলাম।' কোহলি তখন আমায় বলেন, "এই, তুই ওকে ম্যাম বলছিস কেন? ভাবি বল।"

আচমকা কোহলির এই কথায় চমকে যান হার্ষিত রান। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, 'আমি কোহলিকে বললাম, প্রথমবার আনুশকার সঙ্গে দেখা হল বলে 'ম্যাম' বলেছি। তখন আনুশকার উদ্দেশে কোহলি বলল, 'আসলে হার্ষিত এমনই। একটু আগেই আমার মাথায় শ্যাম্পেন ঢেলে দিল। এখন তোমাকে ম্যাম বলছে।'

সপ্তগলক জিজ্ঞাসা করেন কোহলি মজার মানুষ কি না। হার্ষিত বলেন, 'মজা করতে প্রচণ্ড ভালবাসে কোহলি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR